কাব্যগ্রন্থ

# কড়ি ও কোমল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

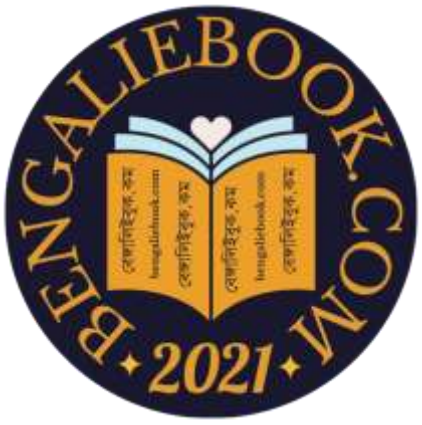

# সূচিপত্র


- অক্ষমতা ..... 5
- অঞ্চলের বাতাস ..... 6
- অস্তমান রবি ..... 7
- অস্তাচলের পরপারে ..... 8
- আকাঙ্ক্ষা ..... 9
- আত্ম-অপমান ..... 11
- আত্মাভিমান ..... 12
- আহ্বানগীত ..... 13
- উপকথা ..... 20
- কবির অহংকার ..... 22
- কল্পনামধুপ ..... 23
- কল্পনার সাথি ..... 24
- কাঙালিনী ..... 25
- কেন ..... 29
- কোথায় ..... 30
- ক্ষণিক মিলন ..... 32
- ক্ষুদ্র অনন্ত ..... 33
- ক্ষুদ্র আমি ..... 34
- খেলা ..... 35

- গান ..... 38
- গান-রচনা ..... 39
- গীতোচ্ছ্বাস ..... 40
- চরণ ..... 41
- চিঠি ..... 42
- চিরদিন ..... 48
- চুম্বন ..... 51
- ছোটো ফুল ..... 52
- জন্মতিথির উপহার ..... 53
- জাগিবার চেষ্টা ..... 56
- তনু ..... 57
- তুমি ..... 58
- দেহের মিলন ..... 59
- নিদ্রিতার চিত্র ..... 60
- নূতন ..... 61
- পত্র ..... 64
- পত্র (সম্পাদক সমীপেষু) ..... 68
- পবিত্র জীবন ..... 74
- পবিত্র প্রেম ..... 75
- পাষাণী মা ..... 76

- পুরাতন ..... 77
- পূর্ণ মিলন ..... 79
- প্রত্যাশা ..... 80
- প্রাণ ..... 81
- প্রার্থনা ..... 82
- বঙ্গবাসীর প্রতি ..... 83
- বঙ্গভূমির প্রতি ..... 84
- বনের ছায়া ..... 86
- বন্দী ..... 88
- বসন্ত-অবসান ..... 89
- বাঁশি ..... 91
- বাকি ..... 92
- বাসনার ফাঁদ ..... 93
- বাহু ..... 94
- বিজনে ..... 95
- বিজ্ঞ ..... 96
- বিদায় ..... 98
- বীরপুরুষ ..... 100
- বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ..... 103
- বৈজ্ঞানিক ..... 107

- ব্যাকুল ..... 110
- ভিতরে ও বাহিরে ..... 112
- মা-লক্ষ্মী ..... 116
- মাঝি ..... 118
- মাতৃবৎসল ..... 121
- মাস্টারবাবু ..... 123
- রাজার বাড়ি ..... 125
- লুকোচুরি ..... 127
- শীত ..... 129
- শীতের বিদায় ..... 132
- সমব্যথী ..... 134
- সমালোচক ..... 136
- সাত ভাই চম্পা ..... 138
- হাসিরাশি ..... 143
- ভূমিকা (শিশু) ..... 146

# অক্ষমতা

এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা –
সলিল রয়েছে প ‘ ড়ে , শুধু দেহ নাই ।
এ কেবল হৃদয়ের দুর্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই – চাই ।
দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা!
মানবজীবন যেন সকলি নিষ্ফল –
বিশ্ব যেন চিত্রপট , আমি যেন আঁকা !
চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণহুতাশন
আমারে করিছে ছাই প্রতি পলে পলে ,
মহত্ত্বের আশা শুধু ভারের মতন
আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলে ।
কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়!
কোথা রে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময় !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# অঞ্চলের বাতাস

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায় ,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায় ,
শুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ –
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায় ।
অজানা হৃদয়বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস ,
অঞ্চলে বহিয়া এল দক্ষিণবাতাস ,
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায় ,
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস ।
কার প্রাণখানি হতে করি হায় – হায়
বাতাসে উড়িয়া এল পরশ – আভাস !
ওগো কার তনুখানি হয়েছে উদাস ,
ওগো কে জানাতে চাহে মরম বারতা !
দিয়ে গেল সর্বাঙ্গের আকুল নিশ্বাস ,
বলে গেল সর্বাঙ্গের কানে কানে কথা ।।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# অস্তমান রবি

আজ কি , তপন , তুমি যাবে অস্তাচলে
না শুনে আমার মুখে একটিও গান !
দাঁড়াও গো , বিদায়ের দুটি কথা বলে
আজিকার দিন আমি করি অবসান ।
থামো ওই সমুদ্রের প্রান্তরেখা -‘ পরে ,
মুখে মোর রাখো তব একমাত্র আঁখি ।
দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
তুমি চেয়ে থাকো আর আমি চেয়ে থাকি ।
দুজনের আঁখি -‘ পরে সায়াহ্ন – আঁধার
আঁখির পাতার মতো আসুক মুদিয়া ,
গভীর তিমিরস্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া ।
শেষ গান সাঙ্গ করে থেমে গেছে পাখি ,
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকি ।

# অস্তাচলের পরপারে

## সন্ধ্যাসূর্যের প্রতি

আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে
নূতন সাগরতীরে দিবসের পানে ।
সায়াহ্নের কূল হতে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কূলে পশে কারো কানে!
সারা রাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায় ,
প্রভাত - পাখিরা যবি উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তারা যদি খুঁজে পায় ।
গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন ,
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রুজল কত ,
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নবপ্রভাতের মাঝে শিশিরের মতো ।
সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি আপনা টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে উঠে না ফুটিয়া !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# আকাঙ্ক্ষা

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায় !
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগবিহগী কী যে গায় !
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে ,
রহে না আবাসে মন হায় !
কোন্ কুসুমের আশে , কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায় !

আজি কে যেন গো নাই , এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো !
তাই চারি দিকে চায় , মন কেঁদে গায় –
‘ এ নহে , এ নহে , নয় গো ! '
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায় !
আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায় !

আমি যদি গাঁথি গান অথির - পরান
সে গান শুনাব কারে আর !
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার !
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

দিব প্রাণ তবে কার পায় !
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায় !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# আত্ম-অপমান

মোছো তবে অশ্রুজল , চাও হাসিমুখে
বিচিত্র এ জগতের সকলের পানে ।
মানে আর অপমানে সুখে আর দুখে
নিখিলের ডেকে লও প্রসন্ন পরানে ।
কেহ ভালোবাসে কেহ নাহি ভালোবাসে ,
কেহ দূরে যায় কেহ কাছে চলে আসে –
আপনার মাঝে গৃহ পেতে চাও যদি
আপনারে ভুলে তবে থাকো নিরবধি ।
ধনীর সন্তান আমি , নহি গো ভিখারি ,
হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেমের ভাণ্ডার –
আমি ইচ্ছা করি যদি বিলাইতে পারি
গভীর সুখের উৎস হৃদয় আমার ।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি মাগি অন্নপান
কেন আমি করি তবে আত্ম-অপমান !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# আত্মাভিমান

আপনি কণ্টক আমি , আপনি জর্জর ।
আপনার মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই ।
সকলের কাছে কেন যাচি গো নির্ভর –
গৃহ নাই , গৃহ নাই , মোর গৃহ নাই !
অতি তীক্ষ্ন অতি ক্ষুদ্র আত্ন - অভিমান
সহিতে পারে না হায় তিল অসম্মান ।
আগেভাগে সকলের পায়ে ফুটে যায়
ক্ষুদ্র ব ‘ লে পাছে কেহ জানিতে না পায় ।
বরঞ্চ আঁধারে রব ধুলায় মলিন ,
চাহি না চাহি না এই দীন অহংকার –
আপন দারিদ্র্যে আমি রহিব বিলীন ,
বেড়াব না চেয়ে চেয়ে প্রসাদ সবার ।
আপনার মাঝে যদি শান্তি পায় মন
বিনীত ধুলার শয্যা সুখের শয়ন ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# আহ্বানগীত

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ ,
  শুনিতে পেয়েছি ওই –
সবাই এসেছে লইয়া নিশান ,
  কই রে বাঙালি কই !
সুগভীর স্বর কাঁদিয়া বেড়ায়
  বঙ্গসাগরের তীরে ,
‘ বাঙালির ঘরে কে আছিস আয়‘
  ডাকিতেছে ফিরে ফিরে ।
ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো ,
  পথে কেন নাই লোক ,
সারা দেশ ব্যাপি মরেছে কে যেন –
  বেঁচে আছে শুধু শোক ।
গঙ্গা বহে শুধু আপনার মনে ,
  চেয়ে থাকে হিমগিরি ,
রবি শশী উঠে অনন্ত গগনে
  আসে যায় ফিরি ফিরি ।
কত - না সংকট , কত - না সন্তাপ
  মানবশিশুর তরে ,
কত - না বিবাদ কত - না বিলাপ
  মানবশিশুর ঘরে !
কত ভায়ে ভায়ে নাহি যে বিশ্বাস ,
  কেহ কারে নাহি মানে ,
ঈর্ষা নিশাচরী ফেলিছে নিশ্বাস



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হৃদয়ের মাঝখানে ।
হৃদয়ে লুকানো হৃদয়বেদনা ,
সংশয় - আঁধারে যুঝে ,
কে কাহারে আজি দিবে গো সান্ত্বনা –
কে দিবে আলয় খুঁজে !
মিটাতে হইবে শোক তাপ ত্রাস ,
করিতে হইবে রণ ,
পৃথিবী হইতে উঠেছে উচ্ছ্বাস –
শোনো শোনো সৈন্যগণ !
পৃথিবী ডাকিছে আপন সন্তানে ,
বাতাস ছুটেছে তাই –
গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের সন্ধানে
চলিয়াছে কত ভাই ।
বঙ্গের কুটিরে এসেছে বারতা ,
শুনেছে কি তাহা সবে ?
জেগেছে কি কবি শুনাতে সে কথা
জালদগম্ভীর রবে ?
হৃদয় কি কারো উঠেছে উথলি ?
আঁখি খুলেছে কি কেহ ?
ভেঙেছে কি কেহ সাধের পুতলি ?
ছেড়েছে খেলার গেহ ?
কেন কানাকানি , কেন রে সংশয় ?
কেন মরো ভয়ে লাজে ?
খুলে ফেলো দ্বার , ভেঙে ফেলো ভয় ,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

চলো পৃথিবীর মাঝে ।
ধরাপ্রান্তভাগে ধুলিতে লুটায়ে ,
জড়িমাজড়িত তনু ,
আপনার মাঝে আপনি গুটায়ে
ঘুমায় কীটের অণু ।
চারি দিকে তার আপন - উল্লাসে
জগৎ ধাইছে কাজে ,
চারি দিকে তার অনন্ত আকাশে
স্বরগসংগীত বাজে !
চারি দিকে তার মানবমহিমা
উঠিছে গগনপানে ,
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা
অসীমের মাঝখানে !
সে কিছুই তার করে না বিশ্বাস ,
আপনারে জানে বড়ো –
আপনি গণিছে আপন নিশ্বাস ,
ধুলা করিতেছে জড়ো ।
সুখদুঃখ লয়ে অনন্ত সংগ্রাম ,
জগতের রঙ্গভূমি –
হেথায় কে চায় ভীরুর বিশ্রাম ,
কেন গো ঘুমাও তুমি ।
ডুবিছ ভাসিছ অশ্রুর হিল্লোলে ,
শুনিতেছ হাহাকার –
তীর কোথা আছে দেখো মুখ তুলে ,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

এ সমুদ্র করো পার ।
মহা কলরবে সেতু বাঁধে সবে ,
তুমি এসো , দাও যোগ –
বাধার মতন জড়াও চরণ
এ কী রে করম - ভোগ ।
তা যদি না পারো সরো তবে সরো ,
ছড়ে দাও তবে স্থান ,
ধুলায় পড়িয়া মরো তবে মরো –
কেন এ বিলাপগান !

ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার ,
ভেবে দেখ্ তোরা কারা ,
মানবের মতো ধরিয়া আকার ,
কেন রে কীটের পারা ?
আছে ইতিহাস , আছে কুলমান ,
আছে মহত্ত্বের খনি –
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান
শোন্ তার প্রতিধ্বনি ।
খুঁজেছেন তাঁরা চাহিয়া আকাশে
গ্রহতারকার পথ ,
জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে
উড়াতেন মনোরথ ।
চাতকের মতো সত্যের লাগিয়া
তৃষিত - আকুল - প্রাণে



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

দিবসরজনী ছিলেন জাগিয়া
  চাহিয়া বিশ্বের পানে ।
তবে কেন সবে বধির হেথায় ,
  কেন অচেতন প্রাণ –
বিফল উচ্ছ্বাসে কেন ফিরে যায়
  বিশ্বের আহ্বানগান !
মহত্ত্বের গাথা পশিতেছে কানে ,
  কেন রে বুঝি নে ভাষা ?
তীর্থযাত্রী যত পথিকের গানে
  কেন রে জাগে না আশা ?
উন্নতির ধ্বজা উড়িছে বাতাসে ,
  কেন রে নাচে না প্রাণ ?
নবীন কিরণ ফুটেছে আকাশে ,
  কেন রে জাগে না গান ?
কেন আছি শুয়ে , কেন আছি চেয়ে ,
  পড়ে আছি মুখোমুখি –
মানবের স্রোত চলে গান গেয়ে ,
  জগতের সুখে সুখী !

চলো দিবালোকে , চলো লোকালয়ে ,
  চলো জনকোলাহলে –
মিশাব হৃদয় মানবহৃদয়ে
  অসীম আকাশতলে ।
তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের'পরে ,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নৃত্যগীত নব নব –
বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠস্বরে
এককণ্ঠ হয়ে কব ।
মানবের সুখ মানবের আশা
বাজিবে আমার প্রাণে ,
শত লক্ষ কোটি মানবের ভাষা
ফুটিবে আমার গানে ।
মানবের কাজে মানবের মাঝে
আমরা পাইব ঠাঁই ,
বঙ্গের দুয়ারে তাই শিঙা বাজে –
শুনিতে পেয়েছি ভাই !
মুছে ফেলো ধুলা , মুছ অশ্রুজল ,
ফেলো ভিখারির চীর –
পরো নব সাজ , ধরো নব বল ,
তোলো তোলো নত শির ।
তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে
জগতের নিমন্ত্রণ –
দীনহীন বেশ ফেলে যেয়ো পাছে ,
দাসত্বের আভরণ ।
সভার মাঝারে দাঁড়াবে যখন ,
হাসিয়া চাহিবে ধীরে ,
পুরবরবির হিরণ কিরণ
পড়িবে তোমার শিরে ।
বাঁধন টুটিয়া উঠিবে ফুটিয়া



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হৃদয়ের শতদল ,
জগতমাঝারে যাইবে লুটিয়া
প্রভাতের পরিমল ।
উঠ বঙ্গকবি , মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ –
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান ।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে ,
ভাসিবে নয়নজলে –
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে
মায়ের চরণতলে ।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি ,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি ।
এক বার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান –
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায় ,
ঘুচে যায় অপমান ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# উপকথা

মেঘের আড়ালে বেলা কখন যে যায়।
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায় ।
আর্দ্র - পাখা পাখিগুলি গীতগান গেছে ভুলি ,
নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুলতা ।
বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা ।
কভু মনে লয় হেন এ - সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে ।
উড়ন্ত মেঘের মতো ঘটনা ঘটিত কত ,
সংসার উড়িত মনোরথে ।
রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে
কত নদী কত সিন্ধু - পার ।
সরোবর - ঘাট আলা, মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশভার ।
সিন্ধুতীরে কত দূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি ।
হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না ,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি ।
সাত ভাই একত্তরে চাঁপা হয়ে ফুটিত রে ,
এক বোন ফুটিত পারুল ।
সম্ভব কি অসম্ভব একত্রে আছিল সব –
দুটি ভাই সত্য আর ভুল ।
বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা, না ছিল কঠিন বাধা ,





সূচিপত্র

নাহি ছিল বিধির বিধান ,
হাসিকান্না লঘুকায়া শরতের আলোছায়া ,
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ !
আজি ফুরায়েছে বেলা , জগতের ছেলেখেলা
গেছে আলো - আঁধারের দিন ।
আর তো নাই রে ছুটি , মেঘরাজ্য গেছে টুটি ,
পদে পদে নিয়ম - অধীন ।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে বাহিরে কে রবে তাপে,
আলয় গড়িতে সবে চায় ।
যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙে যায় ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# কবির অহংকার

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা !
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না শরমে !
খাঁচার পাখির মতো গান গেয়ে মরা ,
এই কি , মা , আদি অন্ত মানবজনমে !
সুখ নাই , সুখ নাই , শুধু মর্মব্যথা –
মরীচিকা - পানে শুধু মরি পিপাসায় ।
কে দেখালে প্রলোভন , শূন্য অমরতা –
প্রাণে ম'রে গানে কি রে বেঁচে থাকা যায় !
কে আছ মলিন হেথা , কে আছ দুর্বল ,
মোরে তোমাদের মাঝে করো গো আহ্বান –
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল ,
দূর করি হীন গর্ব , শূন্য অভিমান
তার পরে একসাথে এস কাজ করি
কেবলি বিলাপগান দূরে পরিহরি ।।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# কল্পনামধুপ

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুন্ গুন্ গান ,
লালসে অলস-পাখা অলির মতন ।
বিকল হৃদয় লয়ে পাগল পরান
কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ ।
বেলা বহে যায় চলে – শ্রান্ত দিনমান ,
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ন ,
মুরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরির তান ,
সেঁউতি শিথিলবৃন্ত মুদিছে নয়ন ।
কুসুমদলের বেড়া , তারি মাঝে ছায়া ,
সেথা বসে করি আমি কল্পমধু পান –
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া ,
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান –
রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# কল্পনার সাথি

যখন কুসুমবনে ফির একাকিনী ,
ধরায় লুটায়ে পড়ে পূর্ণিমাযামিনী ,
দক্ষিণবাতাসে আর তটিনীর গানে
শোন যবে আপনার প্রাণের কাহিনী –
যখন শিউলি ফুলে কোলখানি ভরি
দুটি পা ছড়ায়ে দিয়ে আনতবয়ানে
ফুলের মতন দুটি অঙ্গুলিতে ধরি
মালা গাঁথ ভোরবেলা গুন্ গুন্ তানে –
মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতয়নে ব ‘ সে
নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশ ,
কখন আঁচলখানি প ‘ ড়ে যায় খ ‘ সে ,
কখন হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস ,
কখন অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে –
তখন আমি কি , সখী , থাকি তব সাথে !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে ,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে ।
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে ।
উৎসবের হাসি - কোলাহল
শুনিতে পেয়েছে ভোরবেলা ,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
দেখিবারে আনন্দের খেলা ।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি ,
কানে তাই পশিতেছে আসি ,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন ;
চারি দিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড়ো ভালো ,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন ।
কত কে যে আসে , কত যায় ,
কেহ হাসে , কেহ গান গায় ,
কত বরনের বেশভূষা –
ঝলকিছে কাঞ্চন - রতন ,
কত পরিজন দাসদাসী ,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা - ছবির মতন ।
হেরো তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে ।
শুনেছে সে , মা এসেছে ঘরে ,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে ,
মার মায়া পায় নি কখনো ,
মা কেমন দেখিতে এসেছে ।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল ,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা !
চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে , ‘ মা গো এ কেমন ধারা ।
এত বাঁশি , এত হাসিরাশি ,
এত তোর রতন - ভূষণ ,
তুই যদি আমার জননী ,
মোর কেন মলিন বসন !'

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলি
ভাইবোন করি গলাগলি ,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে ,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে –
আমি তো ওদের কেহ নই ।
স্নেহ ক ' রে আমার জননী
পরায়ে তো দেয় নি বসন ,
প্রভাতে কোলেতে করে নিয়ে
মুছায়ে তো দেয় নি নয়ন ।
আপনার ভাই নেই বলে
ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ ?
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে ?
ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি ,
দুয়ারেতে সজল নয়ন ,
এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি ।
আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার ,
গেহ নেই , স্নেহ নেই , আহা ,
সংসারেতে কেহ নেই তার ।
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ ,
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে ,
কী দিবে কিছুই নেই তার ,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

চোখে শুধু অশ্রুজল আছে ।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা, আয় তোরা সব ।
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব !
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস ,
তবে মিছে সহকার - শাখা
তবে মিছে মঙ্গল - কলস ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

## কেন

কেন গো এমন স্বরে বাজে তব বাঁশি ,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া ,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধুহাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া !
কেন তনু বাহুডোরে ধরা দিতে চায় ,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে ,
হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায় ,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে !
কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল ,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবই যদি ছায়া ,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল –
এরি তরে এত তৃষ্ণা , এ কাহার মায়া !
মানবহৃদয় নিয়ে এত অবহেলা ,
খেলা যদি , কেন হেন মর্মভেদী খেলা !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# কোথায়

হায় কোথা যাবে !
অনন্ত অজানা দেশ , নিতান্ত যে একা তুমি ,
পথ কোথা পাবে !
হায় , কোথা যাবে !

কঠিন বিপুল এ জগৎ ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে ।
হায় , কোথা যাবে !

মোরা কেহ সাথে রহিব না ,
মোরা কেহ কথা কহিব না ।
নিমেষ যেমনি যাবে , আমাদের ভালোবাসা
আর নাহি পাবে ।
হায় , কোথা যাবে !

মোরা বসে কাঁদিব হেথায় ,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায় ;
মহা সে বিজন মাঝে হয়তো বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে ,
হায় , কোথা যাবে !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

দেখো , এই ফুটিয়াছে ফুল ,
বসন্তেরে করিছে আকুল ,
পুরানো সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
কত স্নেহভাবে ,
হায় , কোথা যাবে !
খেলাধূলা পড়ে না কি মনে ,
কত কথা স্নেহের স্মরণে ।
সুখে দুখে শত ফেরে সে - কথা জড়িত যে রে ,
সেও কি ফুরাবে !
হায় , কোথা যাবে !

চিরদিন তরে হবে পর ,
এ - ঘর রবে না তব ঘর ।
যারা ওই কোলে যেত , তারাও পরের মতো ,
বারেক ফিরেও নাহি চাবে ।
হায় , কোথা যাবে !

হায় , কোথা যাবে !
যাবে যদি , যাও যাও , অশ্রু তব মুছে যাও ,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও ।
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে , তাই যেন সেথা মিলে –
আরামে ঘুমাও ।
যাবে যদি , যাও ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# ক্ষণিক মিলন

আকাশের দুই দিক হতে
দুইখানি দিশাহারা মেঘ –
সহসা থামিল থমকিয়া
দোঁহাপানে চাহিল দুজনে
ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে
মনে পড়ে কোন্ ছায়া দ্বীপে ,
কোন্ সন্ধ্যাসাগরের কূলে
মেলে দোঁহে তবুও মেলে না ,
চেনা বলে মিলিবারে চায় ,
মিলনের বাসনার মাঝে
দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুয়ি ,
দুখানি অলস আঁখিপাতা ,
দোঁহার পরশ লয়ে দোঁহে
বলে গেল সন্ধ্যার কাহিনী ,

দুইখানি মেঘ এল ভেসে ,
কে জানে এসেছে কোথা হতে !
আকাশের মাঝখানে এসে।
চতুর্থীর চাঁদের আলোতে ।
দুই অচেনার চেনাশোনা ,
কোন্ কুহেলিকা - ঘের দেশে ,
দুজনের ছিল আনাগোনা !
তিলেক বিরহ রহে মাঝে –
অচেনা বলিয়া মরে লাজে ।
আধখানি চাঁদের বিকাশ –
মাঝে যেন শরমের হাস!
মাঝে সুখস্বপন - আভাস !
ভেসে গেল , কহিল না কথা –
লয়ে গেল উষার বারতা ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

## ক্ষুদ্র অনন্ত

অনন্ত দিবসরাত্রি কালের উচ্ছ্বাস –
তারি মাঝখানে শুধু একটি নিমেষ ,
একটি মধুর সন্ধ্যা , একটু বাতাস ,
মৃদু আলো - আঁধারের মিলন - আবেশ –
তারি মাঝখানে শুধু একটুকু জুঁই
একটুকু হাসিমাখা সৌরভের লেশ ,
একটু অধর তার ছুঁই কি না - ছুঁই ,
আপন আনন্দ লয়ে উঠিতেছে ফুটে
আপন আনন্দ লয়ে পড়িতেছে টুটে ।
সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে ।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে ।
যেমনি পলক টুটে ফুল ঝরে যায় ,
অনন্ত আপনা - মাঝে আপনি মিলায় ।।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# ক্ষুদ্র আমি

বুঝেছি বুঝেছি , সখা , কেন হাহাকার ,
আপনার'পরে মোর কেন সদা রোষ ।
বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার –
আমি আছি , তুমি নাই , তাই অসন্তোষ ।
সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি –
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার ,
শীর্নবাহু - আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমার হায় অস্থিচর্ম সার ।
কোথা নাথ , কোথা তব সুন্দর বদন –
কোথায় তোমার নাথ , বিশ্ব - ঘেরা হাসি ।
আমারে কাড়িয়া লও , করো গো গোপন –
আমারে তোমারে মাঝে করো গো উদাসী ।
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড়ো অহংকার ,
ভাঙো নাথ , ভাঙো নাথ , অভিমান তার ।।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# খেলা

পথের ধারে অশথতলে
মেয়েটি খেলা করে ;
আপন-মনে আপনি আছে
সারাটি দিন ধরে ।
উপর-পানে আকাশ শুধু ,
সমুখ-পানে মাঠ ,
শরৎকালে রোদ পড়েছে ,
মধুর পথঘাট ।
দুটি-একটি পথিক চলে ,
গল্প করে , হাসে ।
লজ্জাবতী বধূটি গেল
ছায়াটি নিয়ে পাশে ।
আকাশ-ঘেরা মাঠের ধারে
বিশাল খেলাঘরে
একটি মেয়ে আপন-মনে
কতই খেলা করে ।

মাথার'পরে ছায়া পড়েছে ,
রোদ পড়েছে কোলে ,
পায়ের কাছে একটি লতা
বাতাস পেয়ে দোলে ।
মাঠের থেকে বাছুর আসে ,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

দেখে নূতন লোক ,
ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে
ড্যাবা ড্যাবা চোখ ।
কাঠবিড়ালি উসুখুসু
আশেপাশে ছোটে ,
শব্দ পেলে লেজটি তুলে
চমক খেয়ে ওঠে ।
মেয়েটি তাই চেয়ে দেখে
কত যে সাধ যায় –
কোমল গায়ে হাত বুলায়ে
চুমো খেতে চায় !

সাধ যেতেছে কাঠবিড়ালি
তুলে নিয়ে বুকে ,
ভেঙে ভেঙে টুকুটুকু
খাবার দেবে মুখে ।
মিষ্টি নামে ডাকবে তারে
গালের কাছে রেখে ,
বুকের মধ্যে রেখে দেবে
আঁচল দিয়ে ঢেকে ।
“ আয় আয়'' ডাকে সে তাই –
করুণ স্বরে কয় ,
“ আমি কিছু বলব না তো
আমায় কেন ভয় ! "



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

মাথা তুলে চেয়ে থাকে
উঁচু ডালের পানে –
কাঠবিড়ালি ছুটে পালায়
ব্যথা সে পায় প্রাণে ।

রাখাল ছেলের বাঁশি বাজে
সুদূর তরুছায় ,
খেলতে খেলতে মেয়েটি তাই
খেলা ভুলে যায় ।
তরুর মূলে মাথা রেখে
চেয়ে থাকে পথে ,
না জানি কোন্ পরীর দেশে
ধায় সে মনোরথে ।
একলা কোথায় ঘুরে বেড়ায়
মায়াদ্বীপে গিয়ে –
হেনকালে চাষী আসে
দুটি গোরু নিয়ে ।
শব্দ শুনে কেঁপে ওঠে ,
চমক ভেঙে চায় ।
আঁখি হতে মিলায় মায়া ,
স্বপন টুটে যায় ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# গান

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে !
আমার ঘরে কেহ নাই যে !
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে !
তার আকুল পরান বিরহের গান
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে !
আমি আমার কথা তারে জানাব কী করে ,
প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে !
কুসুমের মালা গাঁথা হল না ,
ধূলিতে পড়ে শুকায় রে !
নিশি হয় ভোর , রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে !
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবনডালা সাজায়ে !
ওই বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায় ,
আমি কেন থাকি হায় রে !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# গান-রচনা

এ শুধু অলস মায়া , এ শুধু মেঘের খেলা ,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন –
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন ।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনার ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি ,
এও সেই ছায়া - খেলা বসন্তের সমীরণে ।
কুহকের দেশে যেন সাধ করে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে ।
কারে যেন দেব ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি ,
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে ।
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথি কে আছে ?
ভুলে ভুলে গান গাই – কে শোনে , কে নাই শোনে –
যদি কিছু মনে পড়ে , যদি কেহ আসে কাছে !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# গীতোচ্ছ্বাস

নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার ।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্তকাননমাঝে বসন্তসমীরে !
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত !
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত !
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো !
জগতকমলবনে কমল – আসনা
কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে !
সে এল না , এল তার মধুর মিলন !
বসন্তের গান হয়ে এল তার স্বর !
দৃষ্টি তার ফিরে এল , কোথা সে নয়ন ?
চুম্বন এসেছে তার , কোথা সে অধর ?



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# চরণ

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায় –
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায় ,
শত লক্ষ কুসুমের পরশস্বপন ।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায় ।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যলোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণছায়ায় ।
যৌবনসংগীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে ,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে ,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায় ।
হোথা যে নিঠুর মাটি , শুষ্ক ধরাতল –
এসো গো হৃদয়ে এসো , ঝুরিছে হেথায়
লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# চিঠি

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার ‘ রাজহংস ' । গঙ্গা

চিঠি লিখব কথা ছিল ,
দেখছি সেটা ভারি শক্ত ।
তেমন যদি খবর থাকে
লিখতে পারি তক্ত তক্ত ।
খবর বয়ে বেড়ায় ঘুরে
খবরওয়ালা ঝাঁকা-মুটে ।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত
বেড়াই নাকো খবর খুঁটে ।
এত ধুলো , এত খবর
কলকাতাটার গলিতে!
নাকে চোকে খবর ঢোকে
দু-চার কদম চলিতে ।
এত খবর সয় না আমার
মরি আমি হাঁপোষে ।
ঘরে এসেই খবরগুলো
মুছে ফেলি পাপোষে ।
আমাকে তো জানই বাছা!
আমি একজন খেয়ালি ।
কথাগুলো যা বলি , তার
অধিকাংশই হেঁয়ালি ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আমার যত খবর আসে
ভোরের বেলা পুব দিয়ে ।
পেটের কথা তুলি আমি
পেটের মধ্যে ডুব দিয়ে ।
আকাশ ঘিরে জাল ফেলে
তারা ধরাই ব্যাবসা ।
থাক্ গে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা ।
কল্পতরুর তলায় থাকি
নই গো আমি খবুরে ।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি
মেওয়া ফলে সবুরে ।
তবে যদি নেহাত কর
খবর নিয়ে টানাটানি ।
আমি বাপু একটি কেবল
দুষ্টু মেয়ের খবর জানি!
দুষ্টুমি তার শোনো যদি
অবাক হবে সত্যি!
এত বড়ো বড়ো কথা তার
মুখখানি একরত্তি ।
মনে মনে জানেন তিনি
ভারি মস্ত লোকটা ।
লোকের সঙ্গে না-হক কেবল
ঝগড়া করবার ঝোঁকটা ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আমার সঙ্গেই যত বিবাদ
কথায় কথায় আড়ি ।
এর নাম কি ভদ্র ব্যাভার!
বড্ড বাড়াবাড়ি ।
মনে করেছি তার সঙ্গে
কথাবার্তা বন্দ করি ।
প্রতিজ্ঞা থাকে না পাছে
সেইটে ভারি সন্দ করি ।
সে না হলে সকাল বেলায়
চামেলি কি ফুটবে!
সে নইলে কি সন্ধে বেলায়
সন্ধেতারা উঠবে ।
সে না হলে দিনটা ফাঁকি
আগাগোড়াই মস্কারা ।
পোড়ারমুখী জানে সেটা
তাই এত তার আস্কারা ।
চুড়ি-পরা হাত দুখানি
কতই জানে ফন্দি ।
কোনোমতে তার সাথে তাই
করে আছি সন্ধি ।

নাম যদি তার জিগেস কর
নামটি বলা হবে না ।
কী জানি সে শোনে যদি



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

প্রাণটি আমার রবে না ।
নামের খবর কে রাখে তার
ডাকি তারে যা খুশি ।
দুষ্টু বলো , দস্যি বলো ,
পোড়ারমুখী , রাক্ষুসী!
বাপ মায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপ মায়েরি থাক্ সে ।
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন বাক্সে!
এক জনেতে নাম রাখবে
অন্নপ্রাশনে ।
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে
বিষম শাসন এ!
নিজের মনের মত সবাই
করুক নামকরণ ।
বাবা ডাকুন ‘ চন্দ্রকুমার '
খুড়ো ‘ রামচরণ ' !
ধার-করা নাম নেব আমি
হবে না তো সিটি ।
জানই আমার সকল কাজে
Originality ।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সঙস্কৃত নাম ।
এতে কেবল বেড়ে ওঠে



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

অভিধানের দাম ।
আমি বাপু ডেকে বসি
যেটা মুখে আসে ,
যারে ডাকি সেই তা বোঝে
আর সকলে হাসে!
দুষ্টু মেয়ের দুষ্টুমি – তায়
কোথায় দেব দাঁড়ি!
অকূল পাথার দেখে শেষে
কলমের হাল ছাড়ি!
শোনো বাছা , সত্যি কথা
বলি তোমার কাছে –
ত্রিজগতে তেমন মেয়ে
একটি কেবল আছে!
বর্ণিমেটা কারো সঙ্গে
মিলে পাছে যায় –
তুমুল ব্যাপার উঠবে বেধে
হবে বিষম দায়!
হপ্তাখানেক বকাবকি
ঝগড়াঝাঁটির পালা ,
একটু চিঠি লিখে , শেষে
প্রাণটা ঝালাফালা ।
আমি বাপু ভালোমানুষ
মুখে নেইকো রা ।
ঘরের কোণে বসে বসে



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

গোঁফে দিচ্ছি তা ।
আমি যত গোলে পড়ি
শুনি নানান বাক্যি ।
খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে
আমিই তাহার সাক্ষী ।
আমি কারো নাম করি নি
তবু ভয়ে মরি ।
তুই পাছে নিস গায়ে পেতে
সেইটো বড়ো ডরি!
কথা একটা উঠলে মনে
ভারি তোরা জ্বালাস ।
আমি বাপু আগে থাকতে
বলে হলুম খালাস!



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# চিরদিন

কোথা রাত্রি , কোথা দিন , কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা ,
কে বা আসে কে বা যায় , কোথা বসে জীবনের মেলা ,
কে বা হাসে কে বা গায় , কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা ,
কোথা পথ , কোথা গৃহ , কোথা পান্থ , কোথা পথহারা !
কোথা খ ‘ সে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে ,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা ,
বহে যায় কালবায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে ,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে !
এত ভাঙা এত গড়া , আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে ,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব –
কোথা কে বা , কোথা সিন্ধু , কোথা ঊর্মি , কোথা তার বেলা –
গভীর অসীম গর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত সব !
জনপূর্ণ সুবিজনে , জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশমণ্ডপে শুধু বসে আছে এক ‘চিরদিন’ ।

২

কী লাগিয়া বসে আছ , চাহিয়া রয়েছ কার লাগি ,
প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন ,
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ ,
চিরবিরহীর মতো চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি !
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস ,
আকাশপ্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়বাতাস ,
জগতের ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

অনন্ত আঁধার - মাঝে কেহ তব নাহিক দোসর ,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর ।
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস ,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর –
হাসি , কাঁদি , ভালোবাসি , নাই তব হাসি কান্না মায়া –
আসি , থাকি , চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া !

৩

তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে , থাকে , আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ , আর সব আছে আর নাই ?
যুগযুগান্তর ধরে ফুল ফুটে , ফুল ঝরে তাই ?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই , সে কি শুধু মরণের পায় ?
এ ফুল চাহে না কেহ ? লহে না এ পূজা - উপহার ?
এ প্রাণ , প্রাণের আশা , টুটে কি অসীম শূন্যতায় ।
বিশ্বের উঠিছে গান , বধিরতা বহি সিংহাসনে ?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ , শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার ?
যুগযুগান্তের প্রেম কে লইবে , নাই ত্রিভুবনে ?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে –
বাঁশি শুনি চলিয়াছে , সে কি হায় বৃথা অভিসার !
বলো না সকলি স্বপ্ন , সকলি এ মায়ার ছলন –
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে , সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

৪



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি , প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান ।
অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ –
যত দেয় তত পায় , কিছুতে না হয় অবসান ।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন –
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন ,
অসীমে জগতে একি পিরিতির আদান - প্রদান !
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন - উপহারে ,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন ।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম , সে প্রেমের পাথার কোথা রে !
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে , কোথা সেই অনন্ত জীবন !
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে , কোথা পাই অসীম আপন –
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# চুম্বন

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা ।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে ।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে ।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে ।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে ,
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা ।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থর থরে চুম্বনের লেখা ।
দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন ,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে ।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

## ছোটো ফুল

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো ছোটো ফুলে ,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায় !
তাই যদি , তাই হোক , দুঃখ নাহি তায় –
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে ।
যারা থাকে অন্ধকারে , পাষাণকারায় ,
আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে ,
নিমেষের তরে তারা যদি সুখ পায় ,
নিষ্ঠুর বন্ধনব্যথা যদি যায় ভুলে !
ক্ষুদ্র ফুল , আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা , গভীর আশ্বাস –
মনে আনে রবিকর নিমেষস্বপনে ,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস ।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ , আর বৃহৎ আকাশ !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# জন্মতিথির উপহার

একটি কাঠের বাক্স
শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্নেহ-উপহার এনেছি রে দিতে
লিখেও এনেছি দু-তিন ছত্তর ।
দিতে কত কী যে সাধ যায় তোরে
দেবার মতো নেই জিনিস-পত্তর!
টাকাকড়িগুলো ট্যাঁকশালে আছে
ব্যাঙ্কে আছে সব জমা ,
ট্যাঁকে আছে খালি গোটা দুত্তিন ,
এবার করো বাছ ক্ষমা!
হীরে জহরাৎ যত ছিল মোর
পোঁতা ছিল সব মাটিতে ,
জহরী যে যেত সন্ধান পেয়ে
নে গেছে যে যার বাটীতে!
দুনিয়া শহর জমিদারি মোর ,
পাঁচ ভূতে করে কাড়াকাড়ি ,
হাতের কাছেতে যা-কিছু পেলুম ,
নিয়ে এনু তাই তাড়াতাড়ি!
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত
চোখে যদি দেখা যেত রে ,
বাজারে-জিনিস কিনে নিয়ে এসে
বল্ দেখি দিত কে তোরে!



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

জিনিসটা অতি যৎসামান্য
রাখিস ঘরের কোণে ,
বাক্সখানি ভরে স্নেহ দিনু তোরে
এইটে থাকে যেন মনে!
বড়োসড়ো হবি ফাঁকি দিয়ে যাবি ,
কোন্খেনে রবি নুকিয়ে ,
কাকা-ফাকা সব ধুয়ে-মুছে ফেলে
দিবি একেবারে চুকিয়ে ।
তখন যদি রে এই কাঠখানা
মনে একটুকু তোলে ঢেউ –
একবার যদি মনে পড়ে তোর
‘ বুজি ' বলে বুঝি ছিল কেউ!
এই-যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড়ো বিষম দেশটা!
ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চলে যেতে
ভুলে যেতে সবার চেষ্টা!
ভয়ে ভয়ে তাই সবারে সবাই
কত কী যে এনে দিচ্ছে ,
এটা-ওটা দিয়ে স্মরণ জাগিয়ে
বেঁধে রাখিবার ইচ্ছে!
মনে রাখতে যে মেলাই কাঠ-খড় চাই ,
ভুলে যাবার ভারি সুবিধে ,
ভালোবাস যারে কাছে রাখ তারে
যাহা পাস তারে খুবি দে!



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

বুঝে কাজ নেই এত শত কথা ,
ফিলজফি হোক ছাই!
বেঁচে থাকো তুমি সুখে থাকো বাছা
বালাই নিয়ে মরে যাই!



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# জাগিবার চেষ্টা

মা কেহ কি আছ মোর , কাছে এসো তবে ,
পাশে বসে স্নেহ ক'রে জাগাও আমায় ।
স্বপ্নের সমাধি - মাঝে বাঁচিয়া কী হবে ,
যুঝিতেছি জাগিবারে – আঁখি রুদ্ধ হায় ,
ডেকো না ডেকো না মোরে ক্ষুদ্রতার মাঝে ,
স্নেহময় আলস্যেতে রেখো না বাঁধিয়া ,
আশীর্বাদ করে মোরে পাঠাও গো কাজে –
পিছনে ডেকো না আর কাতরে কাঁদিয়া ।
মোর বলে কাহারেও দেব না কি বল!
মোর প্রাণে পাবে না কি কেহ নবপ্রাণ
করুণা কি শুধু ফেলে নয়নের জল ,
প্রেম কি ঘরের কোণে গাহে শুধু গান!
তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ
যদি মা করিতে পারি কারো কোনো কাজ ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

## তনু

ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি ।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি ।
চারি দিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল ,
সারানিশি সারাদিন ভ্রমর পিপাসী ।
ভালোবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল ,
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি ।
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস ।
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনুঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয় ।
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা ,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা ।।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# তুমি

তুমি কোন্ কাননের ফুল ,
তুমি কোন্ গগনের তারা !
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা !
কবে তুমি গেয়েছিলে ,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি ।
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে ,
ঐ নয়নের তারা ।।
তুমি কথা কয়ো না ,
তুমি চেয়ে চলে যাও ।
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে যাও ।
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে ,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ - ধারা ।।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# দেহের মিলন

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ – তরে ।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন ।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ -‘ পরে ।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন ,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে ।
তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন ।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে ,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন ।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য – মাঝে হইব মগন ।
আমার এ দেহমন চির রাত্রিদিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# নিদ্রিতার চিত্র

মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ – আঁধার ;
চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায় ।
এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
বাহুতে মাথাটি রেখে রমণী ঘুমায় ।
চারি দিকে পৃথিবীতে চিরজাগরণ ,
কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে !
কোথা হতে আহরিয়া নীরব গুঞ্জন
চিরদিন রেখে গেছে ওরই কানে কানে !
ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর
নীরব ঝর্ঝর – গানে পড়িছে ঝরিয়া ।
চিরদিন কাননের নীরব মর্মর ,
লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সমুখে –
যেমনি ভাঙিবে ঘুম , মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# নূতন

হেথাও তো পশে সূর্যকর ।
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে
বিদীরিল যে গিরিশিখর –
বিশাল পর্বত কেটে , পাষাণহৃদয় ফেটে ,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর –
প্রভাতে পুলকে ভাসি বহিয়া নবীন হাসি ,
হেথাও তো পশে সূর্যকর !
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে তো যায় না সে রে ,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায় ,
ভাঙা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে
হেসে আসে , হেসে চলে যায় ।
হেরো হেরো হায় হায় , যত প্রতিদিন যায় –
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণজাল ।
লতাগুলি লতাইয়া বাহুগুলি বিথাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল ।
বজ্রদগ্ধ অতীতের নিরাশার অতিথের
ঘোর স্তব্ধ সমাধি - আবাস ,
ফুল এসে , পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে ,
অন্ধকারে করে পরিহাস ।
এরা সব কোথা ছিল , কেই বা সংবাদ দিল ,
গৃহহারা আনন্দের দল –
বিশ্বে তিল শূন্য হলে অনাহূত আসে চলে ,
বাসা বাঁধে করি কোলাহল ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আনে হাসি , আনে গান ,  আনে রে নূতন প্রাণ ,
সঙ্গে করে আনে রবিকর –
অশোক শিশুর প্রায়  এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর ।
বিষাদ বিশালকায়া  ফেলেছে আঁধার ছায়া ,
তারে এরা করে না তো ভয় –
চারি দিক হতে তারে  ছোটো ছোটো হাসি মারে ,
অবশেষে করে পরাজয় ।
এই যে রে মরুস্থল ,  দাবদগ্ধ ধরাতল ,
এইখানে ছিল ‘পুরাতন' –
একদিন ছিল তার  শ্যামল যৌবনভার ,
ছিল তার দক্ষিণপবন ।
যদি রে সে চলে গেল ,  সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল –
শুষ্ক স্মৃতি কেন মিছে  রেখে তবে গেল পিছে ,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল ।
সে কি চায় শুষ্ক বনে  গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন।
আগেকার মতো করে  স্নেহে তার নাম ধরে
উচ্ছ্বসিবে বসন্তপবন ?
নহে নহে , সে কি হয় !  সংসার জীবনময় ,
নাহি হেথা মরণের স্থান ।
আয় রে , নূতন , আয় ,  সঙ্গে করে নিয়ে আয় ,
তোর সুখ , তোর হাসি গান ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ফোটা নব ফুলচয় ,  ওঠা নব কিশলয় ,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে ।
যে যায় সে চলে যাক ,  সব তার নিয়ে যাক ,
নাম তার যাক মুছে দিয়ে ।
এ কি ঢেউ - খেলা হায় ,  এক আসে , আর যায় ,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি ,
বিলাপের শেষ তান  না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি ।
আয় রে কাঁদিয়া লই  শুকাবে দু - দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারিধারা ।
সংসারে ফিরিব ভুলি ,  ছোটো ছোটো সুখগুলি ,
রচি দিবে আনন্দের কারা ।
না রে , করিব না শোক ,  এসেছে নূতন লোক ,
তারে কে করিবে অবহেলা ।
সেও চলে যাবে কবে ,  গীত গান সাঙ্গ হবে ,
ফুরাইবে দু - দিনের খেলা ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# পত্র

নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন স্থলচরবরেষু

জলে বাসা বেঁধেছিলেম , ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি ।
সবাই গলা জাহির করে , চেঁচায় কেবল মিছিমিছি ।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে , ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয় ,
ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয় ।
এখানে যে বাস করা দায় ভনভনানির বাজারে ,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে ।
কানে যখন তালা ধরে , উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই , কোথায় পালাই – জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে
গঙ্গাপ্রাপ্তির আশা করে গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম ।
তোমাদের না বলে কয়ে আস্তে আস্তে সরেছিলেম ।

দুনিয়ার এ মজলিসেতে এসেছিলেম গান শুনতে ,
আপন মনে গুনগুনিয়ে রাগ - রাগিণীর জাল বুনতে ।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি , ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদ্যি ,
বিদ্যেখানা ফাটিয়ে ফেলে থাকে তারা তুলো ধুনতে ।
ডেকে বলে , হেঁকে বলে , ভঙ্গি করে বেঁকে বলে –
“ আমার কথা শোনো সবাই , গান শোনো আর নাই শোনো।
গান যে কাকে বলে সেইটে বুঝিয়ে দেব , তাই শোনে । ”

টীকে করেন ব্যখ্যা করেন , জেঁকে ওঠে বক্তিমে –



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কে দেখে তার হাত - পা নাড়া , চক্ষু দুটোর রক্তিমে !
চন্দ্রসূর্য জ্বলছে মিছে আকাশখানার চালাতে –
তিনি বলেন , ‘ ‘ আমিই আছি জ্বলতে এবং জ্বালাতে । ”’
কুঞ্জবনের তানপুরোতে সুর বেঁধেছে বসন্ত ,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ , হয় নাকো তাঁর পছন্দ ।
তাঁরি সুরে গাক - না সবাই টপ্পা খেয়াল ধুরবোধ –
গায় না যে কেউ , আসল কথা নাইকো কারো সুর - বোধ !
কাগজওয়ালা সারি সারি নাড়ছে কাগজ হাতে নিয়ে –
বাঙলা থেকে শান্তি বিদায় তিনশো কুলোর বাতাস দিয়ে ।
কাগজ দিয়ে নৌকা বানায় বেকার যত ছেলেপিলে ,
কর্ণ ধরে পার করবেন দু - এক পয়সা খেয়া দিলে ।
সস্তা শুনে ছুটে আসে যত দীর্ঘকর্ণগুলো –
বঙ্গদেশের চতুর্দিকে তাই উড়ছে এত ধুলো ।
খুদে খুদে ‘আর্য’ গুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে ,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে ।
তাঁরা বলেন , “ আমিই কল্কি” – গাঁজার কল্কি হবে বুঝি !
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি ।

পাড়ার এমন কত আছে কত কব তার !
বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা ‘- অবতার ।
দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে ,
দাঁতকপাটি লাগে তাদের দাঁত - খিঁচুনির ভঙ্গি দেখে ।
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা , মিথ্যেবাদীর কোলাহল ,
জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল ।
বাক্যবন্যা ফেনিয়ে আসে , ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে –



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কোনোক্রমে রক্ষে পেলাম মা – গঙ্গারই ক্রোড়ে ।

হেথায় কিবা শান্তি – ঢালা কুলুকুলু তান !
সাগর – পানে বহন করে গিরিরাজের গান ।
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা ।
আকাশেতে আলো – আঁধার খেলে জোয়ারভাঁটা ।
তীরে তীরে গাছের সারি পল্লবেরই ঢেউ ।
সারা দিবস হেলে দোলে , দেখে না তো কেউ ।
পূর্বতীরে তরুশিরে অরুণ হেসে চায় –
পশ্চিমেতে কুঞ্জমাঝে সন্ধ্যা নেমে যায় ।
তীরে ওঠে শঙ্খধ্বনি , ধীরে আসে কানে ,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে ধরণীর পানে ।
ঝাউবনের আড়ালেতে চাঁদ ওঠে ধীরে ,
ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি অন্ধকার তীরে ।
এই শান্তি – সলিলেতে দিয়েছিলেম ডুব ,
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম , সুখে ছিলেম খুব ।

জান তো ভাই আমি হচ্ছি জলচরের জাত ,
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই – ভাসি যে দিনরাত ।
রোদ পোহাতে ডাঙায় উঠি , হাওয়াটি খাই চোখ বুজে ,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই তেমন তেমন লোক বুঝে ।
গতিক মন্দ দেখলে আবার ডুবি অগাধ জলে ,
এমনি করেই দিনটা কাটাই লুকোচুরির ছলে ।
তুমি কেন ছিপ ফেলেছ শুকনো ডাঙায় বসে ?
বুকের কাছে বিদ্ধ করে টান মেরেছ কষে ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আমি তোমায় জলে টানি , তুমি ডাঙায় টানো –
অটল হয়ে বসে আছ , হার তো নাহি মানো ।
আমারি নয় হার হয়েছে , তোমারি নয় জিত –
খাবি খাচ্ছি ডাঙায় পড়ে হয়ে পড়ে চিত ।
আর কেন ভাই , ঘরে চলো ছিপ গুটিয়ে নাও ,
রবীন্দ্রনাথ পড়ল ধরা ঢাক পিটিয়ে দাও ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# পত্র (সম্পাদক সমীপেষু)

শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু
সম্পাদক সমীপেষু ।

দামু বোস আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে!
(আমার দামু আমার চামু!)

কোথায় গেল বাবা তোমার
মা জননী কই!
সাত-রাজার-ধন মানিক ছেলের
মুখে ফুটছে খই!
(আমার দামু আমার চামু!)
দামু ছিল একরত্তি
চামু তথৈবচ ,
কোথা থেকে এল শিখে
এতই খচমচ!
(আমার দামু আমার চামু!)

দামু বলেন ‘ দাদা আমার '
চামু বলেন ‘ ভাই ',
আমাদের দোঁহাকার মতো
ত্রিভুবনে নাই!
(আমার দামু আমার চামু!)



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

গায়ে পড়ে গাল পাড়ছে
বাজার সরগরম ,
মেছুনি-সংহিতায় ব্যাখ্যা
হিঁদুর ধরম!
(দামু আমার চামু!)

দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
আরো হিঁদু চামু
সঙ্গে সঙ্গে গজায় হিঁদু
রামু বামু শামু
(দামু আমার চামু!)

রব উঠেছে ভারতভূমে
হিঁদু মেলা ভার ,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন
ভয় নেইকো আর ।
(ওরে দামু , ওরে চামু!)

নাই বটে গোতম অত্রি
যে যার গেছে সরে ,
হিঁদু দামু চামু এলেন
কাগজ হাতে করে ।
(আহা দামু আহা চামু!)



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

লিখছে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র
এডিটোরিয়াল ,
দামু বলছে মিথ্যে কথা
চামু দিচ্ছে গাল ।
(হায় দামু হায় চামু!)

এমন হিঁদু মিলবে না রে
সকল হিঁদুর সেরা ,
বোস বংশ আর্যবংশ
সেই বংশের এঁরা!
(বোস দামু বোস চামু!)

কলির শেষে প্রজাপতি
তুলেছিলেন হাই ,
সুড়সুড়িয়ে বেড়িয়ে এলেন
আর্য দুটি ভাই ;
(আর্য দামু চামু!)

দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলছে
হিঁদু শাস্ত্রের মূল ,
মেলাই কচুর আমদানিতে
বাজার হুলুস্থুল ।
(দামু চামু অবতার!)

মনু বলেন ‘ মনু আমি '



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

বেদের হল ভেদ ,
দামু চামু শাস্ত্র ছাড়ে ,
রইল মনে খেদ!
(ওরে দামু ওরে চামু!)

মেড়ার মত লড়াই করে
লেজের দিকটা মোটা ,
দাপে কাঁপে থরথর
হিঁদুয়ানির খোঁটা!
(আমার হিঁদু দামু চামু!)

দামু চামু কেঁদে আকুল
কোথায় হিঁদুয়ানি!
ট্যাকে আছে গোঁজ ' যেথায়
সিকি দুয়ানি ।
(থলের মধ্যে হিঁদুয়ানি!)

দামু চামু ফুলে উঠল
হিঁদুয়ানি বেচে ,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন
বেড়ায় নেচে নেচে!
(ষেটের বাছা দামু চামু!)

আদর পেয়ে নাদুস নুদুস
আহার করছে কসে ,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তরিবৎটা শিখলে নাকো
বাপের শিক্ষাদোষে!
(ওরে দামু চামু!)

এসো বাপু কানটি নিয়ে ,
শিখবে সদাচার ,
কানের যদি অভাব থাকে
তবেই নাচার!
(হায় দামু হায় চামু!)
পড়াশুনো করো , ছাড়ো
শাস্ত্র আষাঢ়ে ,
মেজে ঘষে তোল্ রে বাপু
স্বভাব চাষাড়ে ।
(ও দামু ও চামু!)

ভদ্রলোকের মান রেখে চল্
ভদ্র বলবে তোকে ,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা
জেনে ফেলবে লোকে!
(হায় দামু হায় চামু!)

পয়সা চাও তো পয়সা দেব
থাকো সাধুপথে ,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ
যাবৎ ন ভাষতে!



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

(হে দামু হে চামু!)



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

## পবিত্র জীবন

মিছে হাসি , মিছে বাঁশি , মিছে এ যৌবন ,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা ।
চেয়ে দেখো , পবিত্র এ মানবজীবন ,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা !
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচরস্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোন্খান হতে ,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস ,
কোন্ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে !
এ নহে খেলার ধন , যৌবনের আশ –
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী !
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস ,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি !
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল - আশ্বাস ,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

## পবিত্র প্রেম

ছুঁয়ো না , ছুঁয়ো না ওরে , দাঁড়াও সরিয়া ।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে ।
ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া ,
বাসনানিশ্বাস তব গরল বরষে ।
জান না কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল ,
ধুলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর ।
জান না কি সংসারের পাথার অকূল ,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার ।
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা ,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায় ,
সাধ করে কে আজি রে হবে পথহারা –
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায় !
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস ,
যারে ভালোবাস তারে করিছ বিনাশ !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# পাষাণী মা

হে ধরণী , জীবের জননী ,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে ,
তবে কেন তোর কোলে সবে
কেঁদে আসে , কেঁদে যায় চলে ।
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিয়াসা ।
কেন চায় , কেন কাঁদে সবে ,
কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা ।
কেন হেথা পাষাণ - পরান ,
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর ,
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর ।
কাঁদিয়া যে ফিরে চলে যায়
তার তরে কাঁদিস নে কেহ ,
এই কি মা , জননীর প্রাণ ,
এই কি মা , জননীর স্নেহ !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# পুরাতন

হেথা হতে যাও , পুরাতন ।
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে ।
আবার বাজিছে বাঁশি , আবার উঠিছে হাসি ,
বসন্তের বাতাস বয়েছে ।
সুনীল আকাশ -' পরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে ,
পাখিরা ঝাড়িছে পাখা , কাঁপিছে তরুর শাখা ,
খেলাইছে বালিকা বালকে ।
সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে ,
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর ,
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে ,
শুনিছে পাতার মরমর ।
কী জানি কত কী আশে চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে ,
সবাই তো ভুলে আছে , কেহ হাসে কেহ নাচে ,
তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে ।
বাতাস যেতেছে বহি , তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস ।
সুদূরে বাজিছে বাঁশি , তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ - উচ্ছ্বাস ।
উঠেছে প্রভাতরবি , আঁকিছে সোনার ছবি ,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া ।
বারেক যে চলে যায় তারে তো কেহ না চায় ,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তবু তার কেন এত মায়া ।
তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে ধরার পানে চায় –
নিশীথের অন্ধকারে পুরানো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায় ।
কী দেখিতে আসিয়াছ যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন !
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন - কত
ঝরে - পড়া পাতার মতন
আজি বসন্তের বায় একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতিদিন –
ধূলিতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন ।
ঢাকো তবে ঢাকো মুখ , নিয়ে যাও দুঃখ সুখ ,
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে ।
হেথায় আলয় নাহি , অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# পূর্ণ মিলন

নিশিদিন কাঁদি , সখী , মিলনের তরে
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন ।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে –
লও লজ্জা , লও বস্ত্র , লও আবরণ ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে –
আঁখি হতে লও ঘুম , ঘুমের স্বপন ।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে
অনন্তকালের মোর জীবন - মরণ ।
বিজন বিশ্বের মাঝে মিলনশ্মশানে
নির্বাপিতসূর্যালোক লুপ্ত চরাচর ,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর ।
এ কী দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর ,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

## প্রত্যাশা

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে !
আমি কি দিই নি ফাঁকি কত জনে হায় ,
রেখেছি কত – না ঋণ এই পৃথিবীতে ।
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ ,
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে !
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ ,
অমনি কেন রে বসি কাতরে কাঁদিতে !
হা ঈশ্বর , আমি কিছু চাহি নাকো আর ,
ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা ।
মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার
‘ পাইনি’ ‘পাইনি’ বলে আর কাঁদিব না ।
তোমারেও মাগিব না , অলস কাঁদনি –
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে ,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় - মাঝে যদি স্থান পাই ।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত ,
বিরহ মিলন কত হাসি - অশ্রু - ময় ,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর - আলয় ।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই ,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই ।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল , তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল , যদি সে ফুল শুকায় ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# প্রার্থনা

তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো , সখা , তাই
'আমি বড়ো' 'আমি বড়ো' করিছে সবাই ।
সকলেই উঁচু হয়ে দাঁড়ায়ে সমুখে
বলিতেছে , ' এ জগতে আর কিছু নাই । '
নাথ , তুমি একবার এসো হাসিমুখে
এরা সবে ম্লান হয়ে লুকাক লজ্জায় –
সুখদুঃখ টুটে যাক তব মহাসুখে ,
যাক আলো-অন্ধকার তোমার প্রভায় ।
নহিলে ডুবেছি আমি , মরেছি হেথায় ,
নহিলে ঘুচে না আর মর্মের ক্রন্দন –
শুষ্ক ধূলি তুলি শুধু সুধাপিপাসায় ,
প্রেম ব'লে পরিয়াছি মরণবন্ধন ।
কভু পড়ি কভু উঠি , হাসি আর কাঁদি –
খেলাঘর ভেঙে প'ড়ে রচিবে সমাধি ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বঙ্গবাসীর প্রতি

আমায়  বোলো না গাহিতে বোলো না ।
এ কি  শুধু হাসিখেলা , প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা ছলনা !
আমায়  বোলো না গাহিতে বোলো না ।
এ যে  নয়নের জল , হতাশের শ্বাস ,
কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ ,
এ যে  বুক - ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরমবেদনা ।
এ কি  শুধু হাসিখেলা , প্রমোদের মেলা ,
শুধু মিছে কথা ছলনা !
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি ,
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে
মিছে কাজে নিশিযাপনা !
কে জাগিবে আজ , কে করিবে কাজ ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ –
কাতরে কাঁদিবে , মা ' র পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা ।
এ কি  শুধু হাসিখেলা , প্রমোদের মেলা ,
শুধু মিছে কথা ছলনা !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বঙ্গভূমির প্রতি

কেন  চেয়ে আছ , গো মা , মুখপানে !

এরা  চাহে না তোমারে চাহে না যে ,

আপন মায়েরে নাহি জানে !

এরা  তোমায় কিছু দেবে না , দেবে না –

মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে !

তুমি তো দিতেছ মা , যা আছে তোমারি –

স্বর্ণশস্য তব , জাহ্নবীবারি ,

জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী ।

এরা কী দেবে তোরে , কিছু না , কিছু না –

মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে !

মনের বেদনা রাখো , মা , মনে ,

নয়নবারি নিবারো নয়নে ,

মুখ লুকাও , মা , ধূলিশয়নে –

ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি

দেখো কাটে কি না দীর্ঘ রজনী

দুঃখ জানায়ে কী হবে ,  জননী ,

নির্মম চেতনহীন পাষাণে !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বনের ছায়া

কোথা রে তরুর ছায়া , বনের শ্যামল স্নেহ ।
তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কলরোলে
স্রোতস্বিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ ;
কোথা রে তরুর ছায়া , বনের শ্যামল স্নেহ ;
কোথা রে সুনীল দিশে বনান্ত রয়েছে মিশে
অনন্তের অনিমিষে নয়ন নিমেষ-হারা ।
দূর হতে বায়ু এসে চলে যায় দূর-দেশে
গীত - গান যায় ভেসে , কোন্ দেশে যায় তারা ।
হাসি , বাঁশি , পরিহাস , বিমল সুখের শ্বাস ,
মেলামেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তীরে ;
কেহ খেলে , কেহ দোলে , ঘুমায় ছায়ার কোলে ,
বেলা শুধু যায় চলে কুলুকুলু নদীনীরে ।
বকুল কুড়োয় কেহ , কেহ গাঁথে মালাখানি ;
ছায়াতে ছায়ার প্রায় বসে বসে গান গায় ,
করিতেছে কে কোথায় চুপিচুপি কানাকানি ।
খুলে গেছে চুলগুলি , বাঁধিতে গিয়েছে ভুলি ,
আঙুলে ধরেছে তুলি আঁখি পাছে ঢেকে যায় ,
কাঁকন খসিয়া গেছে , খুঁজিছে গাছের ছায় ।
বনের মর্মের মাঝে বিজনে বাঁশরি বাজে ,
তারি সুরে মাঝে মাঝে ঘুঘু দুটি গান গায় ।
ঝুরু ঝুরু কত পাতা গাহিছে বনের গাথা ,
কত-না মনের কথা তারি সাথে মিশে যায় ।
লতাপাতা কত শত খেলে কাঁপে কত মতো





সূচিপত্র

ছোটো ছোটো আলোছায়া ঝিকিমিকি বন ছেয়ে ,
তারি সাথে তারি মতো খেলে কত ছেলেমেয়ে ।

কোথায় সে গুন গুন ঝরঝর মরমর ,
কোথা সে মাথার'পরে লতাপাতা থরথর ।
কোথায় সে ছায়া আলো , ছেলেমেয়ে খেলাধূলি ,
কোথা সে ফুলের মাঝে এলোচুলে হাসিগুলি ।
কোথা রে সরল প্রাণ , গভীর আনন্দ - গান ,
অসীম শান্তির মাঝে প্রাণের সাধের গেহ ,
তরুর শীতল ছায়া , বনের শ্যামল স্নেহ ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বন্দী

দাও খুলে দাও , সখী , ওই বাহুপাশ –
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান ।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস –
ছেড়ে দাও , ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান ।
কোথায় উষার আলো , কোথায় আকাশ –
এ চির পূর্ণিমারাত্রি হোক অবসান ।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ !
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ ।
ঘুমঘোরে শূন্যপানে দেখি মুখ তুলি
শুধু অবিশ্রামহাসি একখানি চাঁদ ।
স্বাধীন করিয়া দাও , বেঁধো না আমায় –
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তার পায় ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বসন্ত-অবসান

কখন বসন্ত গেল , এবার হল না গান!
কখন বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল ,
কখন যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান !
কখন বসন্ত গেল , এবার হল না গান !

এবার বসন্তে কি রে যুথীগুলি জাগে নি রে !
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান !
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন ,
সাড়া দিয়ে গেল না তো , চলে গেল ম্রিয়মাণ !
কখন বসন্ত গেল , এবার হল না গান!

যতগুলি পাখি ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল ,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপতান ।
ভেঙেছে ফুলের মেলা , চলে গেছে হাসি - খেলা ,
এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ ।
কখন বসন্ত গেল , এবার হল না গান !

বসন্তের শেষ রাতে এসেছি রে শূন্য হাতে ,
এবার গাঁথি নি মালা , কী তোমারে করি দান !
কাঁদিছে নীরব বাঁশি , অধরে মিলায় হাসি ,
তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

এবার বসন্ত গেল , হল না , হল না গান !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বাঁশি

ওগো , শোনো কে বাজায় !
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি ,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায় ।
ওগো শোনো কে বাজায় !

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে ,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে ।
যমুনারই কলতান কানে আসে , কাঁদে প্রাণ ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায় !
ওগো শোনো কে বাজায় !



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বাকি

কুসুমের গিয়েছে সৌরভ,
জীবনের গিয়েছে গৌরব।
এখন যা-কিছু সব ফাঁকি,
ঝরিতে মরিতে শুধু বাকি।

# বাসনার ফাঁদ

যারে চাই তার কাছে আমি দিই ধরা ,
সে আমার না হইতে আমি হই তার ।
পেয়েছি বলিয়ে মিছে অভিমান করা ,
অন্যেরে বাঁধিতে গিয়ে বন্ধন আমার ।
নিরখিয়া দ্বারমুক্ত সাধের ভাণ্ডার
দুই হাতে লুটে নিই রত্ন ভূরি ভূরি –
নিয়ে যাব মনে করি , ভারে চলা ভার ,
চোরা দ্রব্য বোঝা হয়ে চোরে করে চুরি ।
চিরদিন ধরণীর কাছে ঋণ চাই ,
পথের সম্বল ব ‘ লে জমাইয়া রাখি ,
আপনারে বাঁধা রাখি সেটা ভুলে যাই –
পাথেয় লইয়া শেষে কারাগারে থাকি ।
বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে - ডোবে তরী –
ফেলিতে সরে না মন , উপায় কী করি!



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বাহু

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা ,
কাহারে কাঁদিয়া বলে ‘যেয়ো না যেয়ো না’ ।
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা ,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা!
কোথা হতে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা ,
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক – অক্ষরে ।
পরশে বহিয়া আনে মরমবারতা ,
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে ।
কণ্ঠ হতে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে ।
দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা ,
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে ।
লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন ,
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বিজনে

আমারে ডেকো না আজি , এ নহে সময় –
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন ,
রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয় ,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন ।
মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায় ,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা ,
লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায় ,
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা ।
ভর্ৎসনা করিব তারে বিজনে বিরলে ,
একটুকু ঘুমাক সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ,
শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ – অঞ্চলে
প্রকৃতি জননী তারে রাখুন বাঁধিয়া ।
শান্ত স্নেহকোলে বসে শিখুক সে স্নেহ ,
আমারে আজিকে তোরা ডাকিস নে কেহ ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

## বিজ্ঞ

খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝি
আমরা যখন উড়েয়েছিলেম ফানুস।
আমি যখন খাওয়া - খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে
মুঠো করে মুখে দেয় মা, পুরি।
সামনেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি, 'খুকি, পড়া করো'
দু হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে–
তোমার খুকির পড়া কেমনতরো।
আমি যদি মুখে কাপড় দিয়ে
আস্তে আস্তে আসি গুড়িগুড়ি
তোমার খুকি অম্‌নি কেঁদে ওঠে,
ও ভাবে বা এল জুজুবুড়ি।
আমি যদি রাগ করে কখনো
মাথা নেড়ে চোখ রাঙিয়ে বকি–
তোমার খুকি খিল্‌খিলিয়ে হাসে।
খেলা করছি মনে করে ও কি।
সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে
তবু যদি বলি 'আসছে বাবা'
তাড়াতাড়ি চার দিকেতে চায়–



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তোমার খুকি এম্‌নি বোকা হাবা।
ধোবা এলে পড়াই যখন আমি
টেনে নিয়ে তাদের বাচ্ছা গাধা,
আমি বলি ‘আমি গুরুমশাই',
ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকে ‘দাদা'।
তোমার খুকি চাঁদ ধরতে চায়,
গণেশকে ও বলে যে মা গানুশ।
তোমার খুকি কিচ্ছু বোঝে না মা,
তোমার খুকি ভারি ছেলেমানুষ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা বলে,
বলব আমি, ‘নাই সে খোকা নাই। '
মা গো, যাই।

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
যাব মা, তোর বুকে বয়ে,
ধরতে আমায় পারবি নে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব মা, ঢেউ,
জানতে আমায় পারবে না কেউ–
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।

বাদলা যখন পড়বে ঝরে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝর্‌ঝরানি গান গাব ওই বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে যাব দেখে,
অমার হাসি পড়বে কি তোর মনে।

খোকার লাগি তুমি মা গো,
অনেক রাতে যদি জাগ
তারা হয়ে বলব তোমায়, ‘ঘুমো!'
তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো।

স্বপন হয়ে আঁখির ফাঁকে
দেখতে আমি আসব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে।
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে–
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে।

পুজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে 'খোকা নেই রে ঘরের মাঝে'।
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে।

পুজোর কাপড় হাতে করে
মাসি যদি শুধায় তোরে,
'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে। '
বলিস 'খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে। '



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বীরপুরুষ

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার ‘পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূধূ করে যে দিক - পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন - মনে তাই
ভয় পেয়েছ– ভাবছ, ‘এলেম কোথা!'
আমি বলছি, ‘ভয় কোরো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা। '

চোরকাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো!'

এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে রে,'
ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর - দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন মা কর। '

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া, খবর্‌দার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর–
এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে। '
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁরে রে রে রে রে। '

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে,'
আমি বলি, 'দেখো না চুপ করে। '
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, ‘লড়াই গেছে থেমে,'
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে–
বলছ, ‘ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল!
কী দুর্দশাই হত তা না হলে। '

রোজ কত কী ঘটে যাহা - তাহা–
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে,
দাদা বলত, ‘কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে। '
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
‘ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে। '



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

দিনের আলো নিবে এল,
সুয্যি ডোবে - ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে–
রঙের উপর রঙ,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা।
বাজল ঠঙ ঠঙ।
ও পারেতে বিষ্টি এল,
ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান–
‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান। '
আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা,
কোথায় বা সীমানা!
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়,
কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নতুন খেলা



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের নুকোচুরি
কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান–
‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান। '

মনে পড়ে ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে
গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের ‘পরে দৌরাত্মি সে
না যায় লেখাজোখা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে–
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলেম গান–



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান।
মনে পড়ে সুয়োরানী
দুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটিমিটি আলো,
একটা দিকের দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্–
দস্যি ছেলে গল্প শোনে
একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘলা দিনের গান–
‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান। '

কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বান এল সে কোথা।
শিবঠাকুরের বিয়ে হল,
কবেকার সে কথা।
সেদিনও কি এম্‌নিতরো



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

মেঘের ঘটাখানা।
থেকে থেকে বাজ বিজুলি
দিচ্ছিল কি হানা।
তিন কন্যে বিয়ে করে
কী হল তার শেষে।
না জানি কোন্ নদীর ধারে,
না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান–
‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান। '



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# বৈজ্ঞানিক

যেম্‌নি মা গো গুরু গুরু
মেঘের পেলে সাড়া
যেম্‌নি এল আষাঢ় মাসে
বৃষ্টিজলের ধারা,
পুবে হাওয়া মাঠ পেরিয়ে
যেম্‌নি পড়ল আসি
বাঁশ-বাগানে সোঁ সোঁ করে
বাজিয়ে দিয়ে বাঁশি–
অম্‌নি দেখ্‌ মা, চেয়ে–
সকল মাটি ছেয়ে
কোথা থেকে উঠল যে ফুল
এত রাশি রাশি।

তুই যে ভাবিস ওরা কেবল
অম্‌নি যেন ফুল,
আমার মনে হয় মা, তোদের
সেটা ভারি ভুল।
ওরা সব ইস্‌কুলের ছেলে,
পুঁথি-পত্র কাঁখে
মাটির নীচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে।
ওরা পড়া করে
দুয়োর-বন্ধ ঘরে,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

খেলতে চাইলে গুরুমশায়
দাঁড় করিয়ে রাখে।

বোশেখ-জষ্টি মাসকে ওরা
দুপুর বেলা কয়,
আষাঢ় হলে আঁধার করে
বিকেল ওদের হয়।
ডালপালারা শব্দ করে
ঘনবনের মাঝে,
মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চারটে বাজে।
অমনি ছুটি পেয়ে
আসে সবাই ধেয়ে,
হলদে রাঙা সবুজ সাদা
কত রকম সাজে।

জানিস মা গো, ওদের যেন
আকাশেতেই বাড়ি,
রাত্রে যেথায় তারাগুলি
দাঁড়ায় সারি সারি।
দেখিস নে মা, বাগান ছেয়ে
ব্যস্ত ওরা কত!
বুঝতে পারিস কেন ওদের
তাড়াতাড়ি অত?
জানিস কি কার কাছে



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হাত বাড়িয়ে আছে।
মা কি ওদের নেইকো ভাবিস
আমার মায়ের মতো?



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# ব্যাকুল

অমন করে আছিস কেন মা গো,
খোকারে তোর কোলে নিবি না গো?
পা ছড়িয়ে ঘরের কোণে
কী যে ভাবিস আপন মনে,
এখনো তোর হয় নি তো চুল বাঁধা।
বৃষ্টিতে যায় মাথা ভিজে,
জানলা খুলে দেখিস কী যে–
কাপড়ে যে লাগবে ধুলোকাদা।
ওই তো গেল চারটে বেজে,
ছুটি হল ইস্কুলে যে–
দাদা আসবে মনে নেইকো সিটি।
বেলা অম্‌নি গেল বয়ে,
কেন আছিস অমন হয়ে–
আজকে বুঝি পাস নি বাবার চিঠি।
পেয়াদাটা ঝুলির থেকে
সবার চিঠি গেল রেখে–
বাবার চিঠি রোজ কেন সে দেয় না?
পড়বে বলে আপনি রাখে,
যায় সে চলে ঝুলি - কাঁখে,
পেয়াদাটা ভারি দুষ্টু স্যায়না।

মা গো মা, তুই আমার কথা শোন্‌,
ভাবিস নে মা, অমন সারা ক্ষণ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কালকে যখন হাটের বারে
বাজার করতে যাবে পারে
কাগজ কলম আনতে বলিস ঝিকে।
দেখো ভুল করব না কোনো–
ক খ থেকে মূর্ধন্য ণ
বাবার চিঠি আমিই দেব লিখে।
কেন মা, তুই হাসিস কেন।
বাবার মতো আমি যেন
অমন ভালো লিখতে পারি নেকো,
লাইন কেটে মোটা মোটা
বড়ো বড়ো গোটা গোটা
লিখব যখন তখন তুমি দেখো।
চিঠি লেখা হলে পরে
বাবার মতো বুদ্ধি করে
ভাবছ দেব ঝুলির মধ্যে ফেলে?
কক্‌খনো না, আপনি নিয়ে
যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে,
ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# ভিতরে ও বাহিরে

খোকা থাকে জগৎ-মায়ের
অন্তঃপুরে–
তাই সে শোনে কত যে গান
কতই সুরে।
নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
আকাশ পাতাল
মা রচেছেন খোকার খেলা-
ঘরের চাতাল।
তিনি হাসেন, যখন তরু-
লতার দলে
খোকার কাছে পাতা নেড়ে
প্রলাপ বলে।
সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য শশী
খোকার সাথে হাসে, যেন
এক-বয়সী।
সত্যবুড়ো নানা রঙের
মুখোশ পরে
শিশুর সনে শিশুর মতো
গল্প করে।
চরাচরের সকল কর্ম
করে হেলা
মা যে আসেন খোকার সঙ্গে



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

করতে খেলা।
খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি
যা ইচ্ছে তাই–
কোনো নিয়ম কোনো বাধা-
বিপত্তি নাই।
বোবাদেরও কথা বলান
খোকার কানে,
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন
চেতন প্রাণে।
খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ,
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে
বিশ্বজগৎ।
খোকা তারি মাঝখানেতে
বেড়ায় ঘুরে,
খোকা থাকে জগৎ-মায়ের
অন্তঃপুরে।

আমরা থাকি জগৎ-পিতার
বিদ্যালয়ে–
উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা
দেয়াল লয়ে।
জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে চলে
সূর্য শশী,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নিয়ম থাকে বাগিয়ে ল'য়ে
রশারশি।
এম্‌নি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
বৃক্ষ লতা,
যেন তারা বোঝেই নাকো
কোনোই কথা।
চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
এম্‌নি ভানে
যেন তারা সাত ভায়েরে
কেউ না জানে।
মেঘেরা চায় এম্‌নিতরো
অবোধ ভাবে,
যেন তারা জানেই নাকো
কোথায় যাবে।
ভাঙা পুতুল গড়ায় ভুঁয়ে
সকল বেলা,
যেন তারা কেবল শুধু
মাটির ঢেলা।
দিঘি থাকে নীরব হয়ে
দিবারাত্র,
নাগকন্যের কথা যেন
গল্পমাত্র।
সুখদুঃখ এম্‌নি বুকে
চেপে রহে,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

যেন তারা কিছুমাত্র
গল্প নহে।
যেমন আছে তেম্‌নি থাকে
যে যাহা তাই–
আর যে কিছু হবে এমন
ক্ষমতা নাই।
বিশ্বগুরু-মশায় থাকেন
কঠিন হয়ে,
আমরা থাকি জগৎ-পিতার
বিদ্যালয়ে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# মা-লক্ষ্মী

কার পানে মা, চেয়ে আছ
মেলি দুটি করুণ আঁখি।
কে ছিঁড়েছে ফুলের পাতা,
কে ধরেছে বনের পাখি।
কে কারে কী বলেছে গো,
কার প্রাণে বেজেছে ব্যথা–
করুণায় যে ভরে এল
দুখানি তোর আঁখির পাতা।
খেলতে খেলতে মায়ের আমার
আর বুঝি হল না খেলা।
ফুলের গুচ্ছ কোলে প'ড়ে–
কেন মা এ হেলাফেলা।

অনেক দুঃখ আছে হেথায়,
এ জগৎ যে দুঃখে ভরা–
তোমার দুটি আঁখির সুধায়
জুড়িয়ে গেল নিখিল ধরা।
লক্ষ্মী আমায় বল্ দেখি মা,
লুকিয়ে ছিলি কোন্ সাগরে।
সহসা আজ কাহার পুণ্যে
উদয় হলি মোদের ঘরে।
সঙ্গে করে নিয়ে এলি
হৃদয়-ভরা স্নেহের সুধা,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হৃদয় ঢেলে মিটিয়ে যাবি
এ জগতের প্রেমের ক্ষুধা।

থামো, থামো, ওর কাছেতে
কোয়ো না কেউ কঠোর কথা,
করুণ আঁখির বালাই নিয়ে
কেউ কারে দিয়ো না ব্যথা।
সইতে যদি না পারে ও,
কেঁদে যদি চলে যায়–
এ-ধরণীর পাষাণ-প্রাণে
ফুলের মতো ঝরে যায়।
ও যে আমার শিশিরকণা,
ও যে আমার সাঁঝের তারা–
কবে এল কবে যাবে
এই ভয়তে হই রে সারা।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# মাঝি

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে–
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে;
জাল টেনে নেয় জেলে,
গোরু মহিষ সাঁৎরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধে হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে
শুধু রাতদুপরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙাটার ‘পরে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মতো।
বর্ষা হলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

চখাচখী যত।
তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর;
মানিক - জোড়ের ঘর,
কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের ‘ পর।
সন্ধ্যা হলে কত দিন মা,
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি একমনে–
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

এ - পার ও - পার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলেমেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য যখন উঠবে মাথায়
অনেক বেলা হলে–
আসব তখন চলে
‘বড়ো খিদে পেয়েছে গো–



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

খেতে দাও মা' বলে।
আবার আমি আসব ফিরে
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।
বাবার মতো যাব না মা,
বিদেশে কোন্ কাজে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# মাতৃবৎসল

মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।
বলে, ‘আমরা কেবল করি খেলা,
সকাল থেকে দুপুর সন্ধেবেলা।
সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
রুপোর খেলা খেলি চাঁদকে-ধরে। '
আমি বলি, ‘যাব কেমন করে। '
তারা বলে, ‘এসো মাঠের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে,
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে। '
আমি বলি, ‘মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে। '
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ;
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ–
দু হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ।

ঢেউয়ের মধ্যে মা গো যারা থাকে,
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।
বলে, ‘আমরা কেবল করি গান
সকাল থেকে সকল দিনমান। '



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তারা বলে, ‘কোন্ দেশে যে ভাই,
আমরা চলি ঠিকানা তার নাই। '
আমি বলি, ‘কেমন করে যাই। '
তারা বলে, ‘এসো ঘাটের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে চোখ বুজে,
আমরা তোমায় নেব ঢেউয়ের দেশে। '
আমি বলি, ‘মা যে চেয়ে থাকে,
সন্ধে হলে নাম ধরে মোর ডাকে,
কেমন করে ছেড়ে থাকব তাকে। '
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা, আমি হব ঢেউ,
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ।
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে,
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# মাস্টারবাবু

আমি আজ কানাই মাস্টার,
পোড়ো মোর বেড়ালছানাটি।
আমি ওকে মারি নে মা, বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।
রোজ রোজ দেরি করে আসে,
পড়াতে দেয় না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
যত আমি বলি 'শোন্ শোন্' ।
দিনরাত খেলা খেলা খেলা,
লেখায় পড়ায় ভারি হেলা।
আমি বলি ' চ ছ জ ঝ ঞ ,
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ'।

প্রথম ভাগের পাতা খুলে
আমি ওরে বোঝাই মা, কত–
চুরি করে খাস নে কখনো,
ভালো হোস গোপালের মতো।
যত বলি সব হয় মিছে,
কথা যদি একটিও শোনে–
মাছ যদি দেখেছে কোথাও
কিছুই থাকে না আর মনে।
চড়াই পাখির দেখা পেলে
ছুটে যায় সব পড়া ফেলে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

যত বলি ‘ চ  ছ  জ  ঝ  ঞ ,
    দুষ্টুমি করে বলে ‘মিয়োঁ'।

আমি ওরে বলি বার বার,
    ‘পড়ার সময় তুমি পোড়ো–
তার পরে ছুটি হয়ে গেলে
    খেলার সময় খেলা কোরো। '
ভালোমানুষের মতো থাকে,
    আড়ে আড়ে চায় মুখপানে,
এম্‌নি সে ভান করে যেন
    যা বলি বুঝেছে তার মানে।
একটু সুযোগ বোঝে যেই
    কোথা যায় আর দেখা নেই।
আমি বলি ‘ চ  ছ  জ  ঝ  ঞ ,
    ও কেবল বলে ‘মিয়োঁ মিয়োঁ'।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# রাজার বাড়ি

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো;
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।
রুপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতির দাঁত।
সাত মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী,
সাত রাজার ধন মানিক – গাঁথা গলার মালাখানি।
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে–
ছাদের পাশে তুলসি গাছের টব আছে সেইখানে।

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাত সাগরের পারে,
আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুঁজে তারে।
দু হাতে তার কাঁকন দুটি, দুই কানে দুই দুল,
খাটের থেকে মাটির ‘পরে লুটিয়ে পড়ে চুল।
ঘুম ভেঙে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে
হাসিতে তার মানিকগুলি পড়বে ঝ’রে ভুঁয়ে।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা শোন্ মা, কানে কানে–
ছাদের পাশে তুলসি গাছের টব আছে যেইখানে।

তোমরা যখন ঘাটে চল স্নানের বেলা হলে
আমি তখন চুপি চুপি যাই সে ছাদে চলে।
পাঁচিল বেয়ে ছায়াখানি পড়ে মা, যেই কোণে
সেইখানেতে পা ছড়িয়ে বসি আপন মনে।
সঙ্গে শুধু নিয়ে আসি মিনি বেড়ালটাকে,
সেও জানে নাপিত ভায়া কোন্‌খানেতে থাকে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

জানিস নাপিতপাড়া কোথায়? শোন্ মা কানে কানে–
ছাদের পাশে তুলসি গাছের টব আছে যেইখানে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# লুকোচুরি

আমি যদি দুষ্টুমি করে
    চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মা গো, ডালের ‘পরে
    কচি পাতায় করি লুটোপুটি,
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিনতে আমায় পারো।
  তুমি ডাক, ‘খোকা কোথায় ওরে। '
    আমি শুধু হাসি চুপটি করে।

যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে
    সবই আমি দেখব নয়ন মেলে।
স্নানটি করে চাঁপার তলা দিয়ে
    আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে;
এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে–
  তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
    তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে।

দুপুর বেলা মহাভারত-হাতে
    বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে,
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
    পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে,
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

দোলাব তোর বইয়ের ‘পরে আনি–
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে।

সন্ধেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়ালঘরে
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ্ করে মা , পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।
আবার আমি তোমার খোকা হব,
‘গল্প বলো' তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে, ‘দুষ্টু, ছিলি কোথা। '
আমি বলব, ‘ বলব না সে কথা। '



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# শীত

পাখি বলে ‘আমি চলিলাম',
ফুল বলে ‘আমি ফুটিব না',
মলয় কহিয়া গেল শুধু
‘বনে বনে আমি ছুটিব না'।
কিশলয় মাথাটি না তুলে
মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,
সায়াহ্ন ধুমলঘন বাস
টানি দিল মুখের উপরি।
পাখি কেন গেল গো চলিয়া,
কেন ফুল কেন সে ফুটে না।
চপল মলয় সমীরণ
বনে বনে কেন সে ছুটে না।
শীতের হৃদয় গেছে চলে,
অসাড় হয়েছে তার মন,
ত্রিবলিবলিত তার ভাল
কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।
জ্যোৎস্নার যৌবন-ভরা রূপ,
ফুলের যৌবন পরিমল,
মলয়ের বাল্যখেলা যত,
পল্লবের বাল্য - কোলাহল–
সকলি সে মনে করে পাপ,
মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন বসে থাকা



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখি বলে ‘চলিলাম',
ফুল বলে ‘আমি ফুটিব না'।
মলয় কহিয়া গেল শুধু
‘বনে বনে আমি ছুটিব না'।
আশা বলে ‘বসন্ত আসিবে',
ফুল বলে ‘আমিও আসিব',
পাখি বলে ‘আমিও গাহিব',
চাঁদ বলে ‘আমিও হাসিব'।

বসন্তের নবীন হৃদয়
নূতন উঠেছে আঁখি মেলে–
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে,
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে।
মনে তার শত আশা জাগে,
কী যে চায় আপনি না বুঝে–
প্রাণ তার দশ দিকে ধায়
প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে।
ফুল ফুটে, তারো মুখ ফুটে–
পাখি গায়, সেও গান গায়–
বাতাস বুকের কাছে এলে
গলা ধ'রে দুজনে খেলায়।
তাই শুনি ‘বসন্ত আসিবে'
ফুল বলে ‘আমিও আসিব' ,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

পাখি বলে ‘আমিও গাহিব',
চাঁদ বলে ‘আমিও হাসিব'।
শীত, তুমি হেথা কেন এলে।
উত্তরে তোমার দেশ আছে–
পাখি সেথা নাহি গাহে গান,
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষারমরুময়,
সকলিআঁধার জনহীন–
সেথায় একেলা বসি বসি
জ্ঞানী গো, কাটায়ো তব দিন।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# শীতের বিদায়

বসন্ত বালক মুখ-ভরা হাসিটি,
  বাতাস ব'য়ে ওড়ে চুল–
শীত চলে যায়, মারে তার গায়
  মোটা মোটা গোটা ফুল।
আঁচল ভরে গেছে শত ফুলের মেলা,
গোলাপ ছুঁড়ে মারে টগর চাঁপা বেলা–
শীত বলে, 'ভাই, এ কেমন খেলা,
  যাবার বেলা হল, আসি। '
বসন্ত হাসিয়ে বসন ধ'রে টানে,
পাগল করে দেয় কুহু কুহু গানে,
ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের 'পরে হানে–
  হাসির 'পরে হানে হাসি।
ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পরিমল,
ফুলের পাপড়ি উড়ে করে যে বিকল–
কুসুমিত শাখা, বনপথ ঢাকা,
  ফুলের 'পরে পড়ে ফুল।
দক্ষিনে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ,
উড়ে উড়ে পড়ে শীতের শুভ্র কেশ;
কোন্ পথে যাবে না পায় উদ্দেশ,
    হয়ে যায় দিক ভুল।
বসন্ত বালক হেসেই কুটিকুটি,
টলমল করে রাঙা চরণ দুটি,
গান গেয়ে পিছে ধায় ছুটিছুটি–



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

বনে লুটোপুটি যায়।
নদী তালি দেয় শত হাত তুলি,
বলাবলি করে ডালপালাগুলি,
লতায় লতায় হেসে কোলাকুলি–
অঙ্গুলি তুলি চায়।
রঙ্গ দেখে হাসে মল্লিকা মালতী,
আশেপাশে হাসে কতই জাতী যূথী,
মুখে বসন দিয়ে হাসে লজ্জাবতী–
বনফুলবধূগুলি।
কত পাখি ডাকে কত পাখি গায়,
কিচিমিচিকিচি কত উড়ে যায়,
এ পাশে ও পাশে মাথাটি হেলায়–
নাচে পুচ্ছখানি তুলি।
শীত চলে যায়, ফিরে ফিরে চায়,
মনে মনে ভাবে ‘এ কেমন বিদায়'–
হাসির জ্বালায় কাঁদিয়ে পালায়,
ফুলঘায় হার মানে।
শুকনো পাতা তার সঙ্গে উড়ে যায়,
উত্তরে বাতাস করে হায়-হায়–
আপাদমস্তক ঢেকে কুয়াশায়
শীত গেল কোন্‌খানে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# সমব্যথী

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা–
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা?
সত্যি করে বল্
আমায় করিস নে মা, ছল–
বলতে আমায় 'দূর দূর দূর।
কোথা থেকে এল এই কুকুর'?
যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।
আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে।
যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে,
তবে পাছে যাই মা, উড়ে
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে?
সত্যি করে বল্
আমায় করিস নে মা, ছল–
বলতে আমায় 'হতভাগা পাখি
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি'?
তবে নামিয়ে দে মা,
আমায় ভালোবাসিস নে মা।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# সমালোচক

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে।
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে।
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি?– বল্ মা সত্যি করে।
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কী হবে।
তোর মুখে মা, যেমন কথা শুনি,
তেমন কেন লেখেন নাকো উনি।
ঠাকুরমা কি বাবাকে কক্‌খনো
রাজার কথা শোনায় নিকো কোনো।
সে - সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি?

স্নান করতে বেলা হল দেখে
তুমি কেবল যাও মা, ডেকে ডেকে–
খাবার নিয়ে তুমি বসেই থাকো,
সে কথা তাঁর মনেই থাকে নাকো।
করেন সারা বেলা
লেখা - লেখা খেলা।
বাবার ঘরে আমি খেলতে গেলে
তুমি আমায় বল, 'দুষ্টু ছেলে!'
বক আমায় গোল করলে পরে–
'দেখছিস নে লিখছে বাবা ঘরে!'



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

বল্ তো, সত্যি বল্,
লিখে কী হয় ফল।

আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে দোয়াত কলম এনে–
ক খ গ ঘ ঙ হ য ব র,
আমার বেলা কেন মা, রাগ কর।
বাবা যখন লেখে
কথা কও না দেখে।
বড়ো বড়ো রুল - কাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ।
আমি যদি নৌকো করতে চাই
অম্‌নি বল, নষ্ট করতে নাই।
সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো?



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# সাত ভাই চম্পা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে,
সাতটি চাঁপা ভাই–
রাঙা - বসন পারুলদিদি,
তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে
সাতটি সোনা মুখ,
পারুলদিদির কচি মুখটি
করতেছে টুক্‌টুক্‌।
ঘুমটি ভাঙে পাখির ডাকে,
রাতটি যে পোহালো–
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে
চাঁপার মতো আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে
মুখখানি বের করে
কী দেখছে সাত ভায়েতে
সারা সকাল ধ'রে।
দেখছে চেয়ে ফুলের বনে
গোলাপ ফোটে - ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে,
চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায়
দুষ্টু ছেলের মতো,
লতায় পাতায় হেলাদোলা



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কোলাকুলি কত।
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে
ছায়াটি কাঁপে জলে–
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে
শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখতেছে ভাই বোন–
দুখিণী এক মায়ের তরে
আকুল হল মন।
সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে
পাতার ঝুরুঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন
বুকের দুরুদুরু।
কেবল শুনি কুলুকুলু
একি ঢেউয়ের খেলা।
বনের মধ্যে ডাকে ঘুঘু
সারা দুপুরবেলা।
মৌমাছি সে গুনগুনিয়ে
খুঁজে বেড়ায় কাকে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ করে
ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে
শুনতেছে ভাই বোন–
মায়ের কথা মনে পড়ে,



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আকুল করে মন।
মেঘের পানে চেয়ে দেখে–
মেঘ চলেছে ভেসে,
রাজহাঁসেরা উড়ে উড়ে
চলেছে কোন্ দেশে।
প্রজাপতির বাড়ি কোথায়
জানে না তো কেউ,
সমস্ত দিন কোথায় চলে
লক্ষ হাজার ঢেউ।
দুপুর বেলা থেকে থেকে
উদাস হল বায়,
শুকনো পাতা খ'সে প'ড়ে
কোথায় উড়ে যায়!
ফুলের মাঝে দুই গালে হাত
দেখতেছে ভাই বোন–
মায়ের কথা পড়ছে মনে,
কাঁদছে পরান মন।
সন্ধে হলে জোনাই জ্বলে
পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা
গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হল,
স্তব্ধ পাখির ডাক,
থেকে থেকে করছে কা - কা



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

দুটো - একটা কাক।
পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি,
পুবে আঁধার করে–
সাতটি ভায়ে গুটিসুটি
চাঁপা ফুলের ঘরে।
‘গল্প বলো পারুলদিদি'
সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুলদিদির গল্প শুনে
মনে পড়ে মাকে।
প্রহর বাজে, রাত হয়েছে,
ঝাঁ ঝাঁ করে বন–
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল
আটটি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে
সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের
মুখের পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে
সাতটি ভায়ের তনু–
কোমন শয্যা কে পেতেছে
সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে
স্বপ্ন দেখে মাকে–
সকাল বেলা ‘জাগো জাগো'



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

পারুলদিদি ডাকে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# হাসিরাশি

নাম রেখেছি বাবলারানী,
একরত্তি মেয়ে।
হাসিখুশি চাঁদের আলো
মুখটি আছে ছেয়ে।
ফুট্‌ফুটে তার দাঁত কখানি,
পুট্‌পুটে তার ঠোঁট।
মুখের মধ্যে কথাগুলি সব
উলোটপালোট।
কচি কচি হাত দুখানি,
কচি কচি মুঠি,
মুখ নেড়ে কেউ কথা ক'লে
হেসেই কুটি-কুটি।
তাই তাই তাই তালি দিয়ে
দুলে দুলে নড়ে,
চুলগুলি সব কালো কালো
মুখে এসে পড়ে।
‘চলি চলি পা পা'
টলি টলি যায়,
গরবিনী হেসে হেসে
আড়ে আড়ে চায়।
হাতটি তুলে চুড়ি দুগাছি
দেখায় যাকে তাকে,
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নোলক দোলে নাকে।
রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে
মুক্তো আছে ফ'লে,
মায়ের চুমোখানি-যেন
মুক্তো হয়ে দোলে।
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে,
দু হাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে
ডাকে ‘ আয় আয়' ।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল
তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোত্থেকে এল
চাঁদের মতো মেয়ে।
কচি প্রাণের হাসিখানি
চাঁদের পানে ছোটে,
চাঁদের মুখের হাসি আরো
বেশি ফুঠে ওঠে।
এমন সাধের ডাক শুনে চাঁদ
কেমন করে আছে–
তারাগুলি ফেলে বুঝি
নেমে আসবে কাছে!
সুধামুখের হাসিখানি
চুরি করে নিয়ে
রাতারাতি পালিয়ে যাবে



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

মেঘের আড়াল দিয়ে।
আমরা তারে রাখব ধরে
রানীর পাশেতে।
হাসিরাশি বাঁধা রবে
হাসিরাশিতে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

# ভূমিকা (শিশু)

জগৎ - পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা ।
অন্তহীন গগনতল
মাথার ‘পরে অচঞ্চল ,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা ।
উঠিছে তটে কী কোলাহল –
ছেলেরা করে মেলা ।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর ,
ঝিনুক নিয়ে খেলা ।
বিপুল নীল সলিল -' পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায় - গাঁথা ভেলা ।
জগৎ - পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা ।

জানে না তারা সাঁতার দেওয়া ,
জানে না জাল ফেলা ।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে ,
বণিক ধায় তরণী বেয়ে ,
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সাজায় বসি ঢেলা ।
রতন ধন খোঁজে না তারা ,
জানে না জাল ফেলা ।

ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে ,
হাসে সাগর - বেলা ।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাথা তরল তানে ,
দোলনা ধরি যেমন গানে
জননী দেয় ঠেলা ।
সাগর খেলে শিশুর সাথে ,
হাসে সাগর - বেলা ।

জগৎ - পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা ।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে ,
তরণী ডুবে সুদূর জলে ,
মরণ - দূত উড়িয়া চলে ,
ছেলেরা করে খেলা ।
জগৎ - পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা ।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র